গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ০৩.০০.০০০০.০৭০.৯৯.০১২.১৮- ২০৯

তারিখ ০২ কার্তিক, ১৪২৮
১৭ নভেম্বর, ২০২১

বিষয়: পায়রা-কুয়াকাটা Comprehensive Master Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ১১.১১.২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পায়রা-কুয়াকাটা Comprehensive Master Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক ০২ (দুই) পাতা।

১৭।১১।২০২১

(মুহম্মদ শাহীন ইমরান)
পরিচালক-৩
ফোন: ৫৫০২৯৪২৩
e-mail: dir3@pmo.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩) সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪) সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬) সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন, ঢাকা
৭) সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০) সচিব , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২) সচিব, সেতু বিভাগ , মহাখালী, ঢাকা
১৩) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
১৪) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২০) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা
২২) বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল
২৩) চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২৪) পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, সমন্বয় কমিটি, ৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২৫) প্রকল্প পরিচালক ও সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

অনুলিপি: (সদয় জ্ঞাতার্থে)

(১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
(২) মহাপরিচালক-১ এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ঢাকা।

বিষয়: পায়রা-কুয়াকাটা Comprehensive Master Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া
সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

সভার স্থান : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষ (২য় তলা)

সভার তারিখ : ১১-১১-২০২১ (সকাল ১১:০০ টা)

সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আজকের এই সভায় "পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পর্যটন ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার ৭টি উপজেলা নিয়ে প্রস্তুতকৃত খসড়া রিজিওনাল প্ল্যান উপস্থাপন করা হবে। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন, জলবায়ুর প্রভাব, পরিবহন, পর্যটন এ সকল বিষয়সমূহ কেমন হওয়া উচিত এবং এ সকল বিষয়সমূহ কিভাবে Integrate করা হবে তার জন্যই এই প্ল্যান। প্রকল্প এলাকার জিওলজিক্যাল, হাইড্রো-জিওলজিক্যাল এবং ট্রান্সপোর্টেশন স্টাডি সংক্রান্ত বিষয়াদি উপস্থাপনের আলোকে এই প্ল্যানের Needs and Gaps সমূহ Identify করা হবে।

০২। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক এবং কমিটির সদস্য-সচিব বলেন, সকল ধরনের ডাটাকে সমন্বয় করে প্রকল্পের খসড়া রিজিওনাল প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। তিনি প্রকল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করেন।

০৩। প্রকল্প এলাকার সুবিধাদির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, জনসংখ্যার অভিক্ষেপন, বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিকাশের সম্ভাবনা, Economic base and Shift Share analysis, ভূমি ব্যবহারের উপযুক্ততা বিশ্লেষণ, পরিবহন সমীক্ষা, পর্যটনের বিকাশের সম্ভাবনা, পায়রা বন্দর এবং অঞ্চলে এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রকল্প পরিচালক পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের আলোচনায় অংশ নেয়ার আহবান জানান।

০৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, প্রস্তুতকৃত প্ল্যানটি সকল সংস্থার কাজে আসবে। Institute of Water Modelling (IWM) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রিপোর্টগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে Planটি চূড়ান্ত করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

০৫। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, Economic Analysis এর ক্ষেত্রে Need and Gap analysis এর পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্লেষণ থাকা প্রয়োজন। রিজিওন্যাল প্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণত একটি বিভাগকে বিবেচনা করা হয়। পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ০৭টি উপজেলা নিয়ে প্রস্তুতকৃত প্ল্যানকে রিজিওনাল প্ল্যান বলা হবে কি না তা বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।

০৬। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, খসড়া প্ল্যানের দশম অধ্যায়ে পায়রা পোর্ট সম্পর্কে উপস্থাপিত তথ্যাদি হালনাগাদ নয়। তিনি সেকেন্ডারি ডাটার পরিবর্তে প্রাইমারি ডাটা ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় করে তথ্যাদি সংশোধন করা প্রয়োজন।

০৭। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, Ecotourism এর ক্ষেত্রে Fisheries and Livestock কে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন Sector এর Opportunity সমূহ তুলে ধরা প্রয়োজন মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

০৮। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, রিজিওন্যাল প্ল্যানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্থাপনাসমূহ যাতে আসে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন পায়রা সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা এবং ব্লু ইকোনোমি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শেরে বাংলা ঘাটি স্থাপন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং নৌ-বাহিনীর Air Strip তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এ কাজের জন্য ৬১৬.৯৩ একর জায়গা অধিগ্রহণের পর্যায়ে আছে। এছাড়াও তিন বাহিনীর অন্যান্য প্রকল্পগুলোও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

অঃপৃঃদ্রঃ

০৯। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বলেন, বরগুনা ও পটুয়াখালীতে স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রকল্পটির ব্যাপ্তি অনেক। পায়রা ব্রীজ চালু হবার পর প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন সংস্থার ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজন।

১০। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, প্রকল্প এলাকায় সরকারি যে সকল সংস্থা সম্ভাব্যতা জরিপ/ SIA/EIA করেছে সে সকল তথ্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সরবরাহ করা প্রয়োজন।

১১। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, রিজিওনাল প্ল্যান প্রণয়নে অর্থনৈতিক ডাটা বিশ্লেষণ করাসহ কিছু কিছু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে Geological Survey, Hydrogeological Survey, Transport Survey, আর্থ- সামাজিক জরিপ, ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে ডাটা ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। আর্থ সামাজিক ও ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে প্লট টু প্লট সার্ভে করে সংগ্রহ করা হয়েছে। রিজিওনাল প্ল্যান Upper Tier এর Plan হওয়ায় এখানে সেকেন্ডারি ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে পরবর্তী ধাপসমূহ যেমন স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান, রুরাল এরিয়া প্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান মূলত প্রাইমারি ডাটার ভিত্তিতেই প্রণীত হবে।

১২। সভাপতি বলেন, পরিকল্পনা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার উপযোগী অবকাঠামো, আবাসন, পর্যটন, জীবিকা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। Vulnerability নামে একটি অধ্যায় সংযুক্ত করা যেতে পারে, যাতে প্রশমনের (Mitigation) বিষয়টিও থাকবে। তিনি সোনার চরকে নিয়ে আলাদা একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

১৩। সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দও গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন এবং বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(১) সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থা তাদের নিজ নিজ প্রকল্পের Feasibility Study Report এবং মৌজা সিডিউলের তথ্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সরবরাহ করবে।

(২) মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহ তাদের সেক্টরাল প্ল্যানসমূহ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। এ ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবে।

(৩) সোনার চরকে কেন্দ্র করে একটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত করতে হবে, যাতে কানেকটিভিটি, পর্যটন, লোকাল কালচার এবং স্থানীয় জনগণের জীবন, জীবিকা ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ থাকবে।

(৪) Vulnerability এবং Mitigation এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও কর্মপরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

(৫) মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহ থেকে তথ্য প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল এর সভাপতিত্বে বরিশালে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১৬.১১.২০২২

(মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া)
সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।